অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নামই বিসর্গ এবং সেই বিসর্গেরই অপর নাম কর্ম্ম। সেই দেবতা-উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ ও "ভূতভাবোদ্ভবকর" অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের বাসনা উদ্গমকারী অর্থাৎ যাহাতে বাসনা উদ্গম্ করায়, সেটি কখনও ভগবদ্ভক্তি নামে খ্যাত হইতে পারে না। কারণ ভগবদ্ভক্তির স্বভাব—অন্য সকল ভোগবাসনা নিবৃত্তি করাইয়া ভগবদ্বিষয়ে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেওয়া। ধর্ম্মের ভক্তিসংজ্ঞা প্রাপ্তির জন্য বৈশিষ্ট্য একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ"

অর্থাৎ আমাকে ভক্তি করার নামই ধর্ম্ম। কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ দ্বারা ভক্তির পরিকর করা হয় বলিয়া ঐ ধর্ম্মকে ভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার কর্ম্মের সহিত মিশ্রিত সকামা ভক্তির দৃষ্টান্ত ৩।১২ অধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি যেমন ভাবে শ্রীবিদুরকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ। সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥ ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ। সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্॥ ২২৫॥

ব্রহ্মা ভগবান্ কর্দ্দমকে আদেশ করিলেন—তুমি প্রজা সৃষ্টি কর। তিনি আদিষ্ট হইয়া সরস্বতীতে সহস্র সহস্র বর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপর সমাধিযুক্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতায় ক্রিয়াযোগে ভক্তিলাভ করিয়া —শরণাগতজনে বরপ্রদানকারী শ্রীহরিকে সেবা করিয়াছিলেন॥ ২২৫॥

এই প্রসঙ্গে পরে বর্ণিত হইবেন—"যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষ-বিন্দবঃ" যে স্থানে শরণাগত কর্দ্দম ঋষিকে দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের নেত্র হইতে আনন্দ-অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছিল—এইরূপ উল্লেখের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, সেই কর্দ্দম ঋষি পূর্ব্বে নিষ্কাম ভক্তই ছিলেন ; কিন্তু নিজ পিতা, গুরু ও ভক্তপ্রবর শ্রীব্রহ্মার আদেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই সকামভাবে শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিয়াছিল। তারা না হইলে সকাম ভক্তদর্শনে শ্রীভগবানের নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতে পারে না।

'অথ কৈবল্যকামা ক্কচিৎ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ক্কচিজ্ জ্ঞানমিশ্রা চ। তত্র জ্ঞানং জ্ঞানৈক্যৈকাত্মদর্শনমিতি দর্শিতম্। তদীয়শ্রবণাদীনাং বৈরাগ্য-যোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গত্বান্ন তদন্তঃপাত॥ অথ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা যথা "অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেনাম-মাত্মনা। তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ